বাংলা ক্যালেন্ডারের ইতিকথা

ফৌজিয়া খান

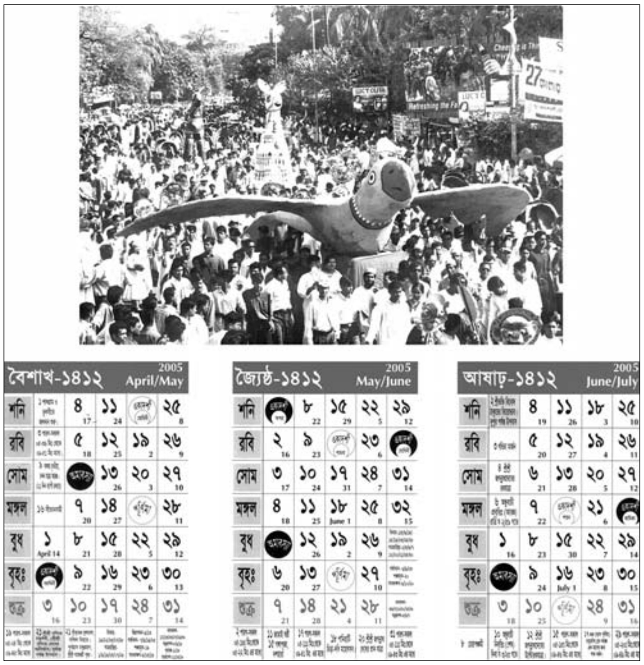

ইংরেজি ১৫৮৪ সালে মুগল সম্রাট আকবর বাংলা বর্ষপঞ্জি বা ক্যালেন্ডার চালু করেন। সেটা আকবরের রাজত্বের উনত্রিশতম সাল। বাংলা ক্যালেন্ডার তখন তারিখ-ই-এলাহী নামে প্রচলিত ছিল।। ১৫৮৪ সালের ১০ বা ১১ মার্চ থেকে তারিখ-ই-এলাহীর জায়গায় বঙ্গাব্দ শব্দের প্রচলন হয়। তবে বঙ্গাব্দ গণনা করা হয় ১৫৫৬ সালের ৫ নভেম্বর থেকে, কারণ এদিন আকবর দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে হিমুকে পরাজিত করে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তারিখ-ই-এলাহীর উদ্দেশ্য ছিল আকবরের বিজয়কে মহিমান্বিত করে রাখা এবং একটি অধিকতর পদ্ধতিগত উপায়ে রাজস্ব আদায় করা। এর আগে মুগল সম্রাটেরা হিজরি ক্যালেন্ডার ধরে রাজস্ব আদায় করতেন। সে সময় চান্দ্রবর্ষ অনুযায়ী রাজস্ব আদায় করা হতো, কিন্তু ফসল সংগ্রহ করা হতো সৌরবর্ষ অনুযায়ী। বিষয়টি কৃষকদের জন্য সুবিধাজনক ছিল না। কারণ চান্দ্র ও সৌর বর্ষের মধ্যে ১১/১২ দিনের ব্যবধান। ফলে ৩১ চান্দ্রবর্ষ ৩০ সৌরবর্ষের সমান ছিল। আকবর তাঁর রাজত্বের শুরু থেকেই দিন-তারিখ গণনার একটি বিজ্ঞানভিত্তিক, কর্মোপযোগী ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি চালু করার জন্য বর্ষপঞ্জি সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ আমির ফতুল্লাহ শিরাজীকে প্রচলিত বর্ষপঞ্জিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করার দায়িত্ব দেন। আমির ফতুল্লাহ শিরাজীর উদ্যোগে ৯৬৩ হিজরির মুহররম মাসের শুরু থেকে বাংলা ৯৬৩ অব্দের গণনা করা আরম্ভ হয়। ৯৬৩ হিজরির মুহররম মাস বাংলা বৈশাখ মাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এজন্যে চৈত্র মাসের বদলে বৈশাখ মাসকেই বাংলা বছরের প্রথম মাস করা হয়; চৈত্র ছিল শক বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস, যা সে সময় বঙ্গে ব্যবহৃত হতো।

তারিখ-ই-এলাহী চালু করার পর ৪৪৫ বছরের মধ্যে হিজরি ও বাংলা ক্যালেন্ডারের মধ্যে ১৪ বছরের ব্যবধান হয়েছে। এর কারণ ইসলামি হিজরি বছর গণনা চন্দ্র-নির্ভর, আর বাংলা বছর গণনা সূর্য-নির্ভর। ওদিকে সৌরবর্ষ থেকে চান্দ্রবর্ষ ১১ দিন কম। তবে বাংলা বছর ও গ্রেগোরিয়ান বছরের মধ্যে পার্থক্য খুব সামান্য। কারণ দুটোই সৌরবর্ষভিত্তিক। তারিখ-ই-এলাহী প্রবর্তনের সময়ে গ্রেগোরিয়ান ও হিজরি বছরের মধ্যে পার্থক্য ছিল (১৫৫৬-৯৬৩) ৫৯৩ বছর, যা এখনও কার্যকর; অর্থাৎ বাংলা সনের সঙ্গে ৫৯৩ যোগ করলে খ্রিষ্টীয় সন পাওয়া যায়।

আকবরের সময়ে মাসের প্রতিটি দিনের জন্য একটি স্বতন্ত্র নাম ছিল, কিন্তু এতগুলি নাম মনে রাখা ছিল কষ্টকর ব্যাপার; তাই সম্রাট শাহজাহান তার ফসলি সনে সেগুলিকে সাপ্তাহিক পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করেন। সম্ভবত একজন পর্তুগীজ পণ্ডিতের সাহায্যে তিনি সাত দিনের সমন্বয়ে এই সপ্তাহ-পদ্ধতি চালু করেন। ইউরোপে ব্যবহৃত রোমান নামকরণ পদ্ধতির সঙ্গে সপ্তাহের দিনগুলির বেশ মিল পাওয়া যায়। যেমন : Sun (Sunday)-এর সঙ্গে রবির; Moon (Monday)-এর সঙ্গে সোমের; Mars (Tuesday or *Tiwes Daeg*: the day of Tiw, Mars: the god of war)-এর সঙ্গে মঙ্গলের; Mercury (Wednesday)-এর সঙ্গে বুধের; Jupiter (Thursday)-এর সঙ্গে বৃহস্পতির; Venus (Friday)-এর সঙ্গে শুক্রর এবং Saturn (Saturday)-এর সঙ্গে শনির। পাশ্চাত্য বর্ষপঞ্জির মতোই বাংলা সপ্তাহও তখন রবিবারে শুরু হতো।

দিনের নামের মতো এক সময় মাসগুলির নামও পরিবর্তন করা হয়। প্রথমদিকে মাসগুলি ফারওয়ারদিন, উর্দিবাহিশ, খোরদাদ, তীর, মুরদাদ, শাহারিবার, মেহের, আবান, আজার, দে, বাহমান এবং ইসফান্দ নামে পরিচিত ছিল। পরে মাসগুলির নাম কিভাবে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি হয় তা জানা না গেলেও এটা সন্দেহাতীত যে, শক রাজবংশকে স্মরণীয় করে রাখতে ৭৮ খ্রিষ্টাব্দে চালু হওয়া শকাব্দ থেকে এ নামগুলি এসেছে। যে তারকামগুলির নাম অনুসারে বাংলা মাসগুলির নামকরণ করা হয় সেগুলি হলো: বিশাখা থেকে বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা থেকে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়া থেকে আষাঢ়, শ্রবণা থেকে শ্রাবণ, ভাদ্রপদ থেকে ভাদ্র, অশ্বিনী থেকে আশ্বিন, কৃত্তিকা থেকে কার্তিক, অগ্রাইহনী থেকে অগ্রহায়ণ, পুষ্যা থেকে পৌষ, মঘা থেকে মাঘ, ফল্গুনী থেকে ফাল্গুন এবং চিত্রা থেকে চৈত্র। অগ্রহায়ণ মাসের নামের আরেকটি ব্যাখ্যা হলো: অগ্র = প্রথম, হায়ন = বর্ষ বা ধান্য; আগে এই মাস থেকে বর্ষগণনা শুরু হতো কিংবা এই সময়ে প্রধান ফসল ধান কাটা হতো; তাই এই মাসের নাম হয় অগ্রহায়ণ।

বাংলা বর্ষপঞ্জি বা বঙ্গাব্দ বাঙালির নিজস্ব সন হলেও বৈশ্বিক যোগাযোগ অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে বাংলাদেশের প্রায় সবক্ষেত্রেই খ্রিষ্টীয় সন অনুসৃত হয়। ৩৬৫ দিনে সৌরবর্ষ গণনা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে যেহেতু পৃথিবীর ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড সময় লাগে, সেহেতু খ্রিষ্টীয় সনের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রতি ৪ বছরে অতিরিক্ত ১ দিন বাড়ানো হয়; একে অধিবর্ষ বা অতিবর্ষ (লিপ ইয়ার) বলে। খ্রিষ্টীয় সনের মতো এই অধিবর্ষের অস্তিত্ব আগেও বঙ্গাব্দ গণনায় ছিল। এর ফলে খ্রিষ্টীয় সনের সঙ্গে বঙ্গাব্দের দিন-তারিখের হিসাবে গরমিলের কারণে উভয় সন গণনায় সাধারণ মানুষের সমস্যা হতো। এই সমস্যা দূর করার জন্য ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমির তত্ত্বাবধানে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে একটি বঙ্গাব্দ সংস্কার কমিটি গঠিত হয়। ওই কমিটি চার বছর পরপর চৈত্র মাস ৩০ দিনের পরিবর্তে ৩১ দিন গণনা করার পরামর্শ দেয়। এভাবে বঙ্গাব্দ বিশ্বের আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত সনগুলির সমমর্যাদা লাভ করে।

[তথ্যসূত্র: বাংলাপিডিয়া]